The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp.141 - 154)
Published in February, 2025

মোগল সম্রাটদের কবরে ফারসি শিলালিপি : একটি সমীক্ষা

আলতাফ হোসেন *

প্রতিপাদ্যসার: প্রাচীন রাজা-বাদশাগণ তাঁদের কবরে, মসজিদে, মন্দিরে স্মৃতিসৌধমূলক স্থাপনায় পাথর খোদাই করে বিভিন্ন ধরনের কবিতা বা বাক্য লিখে রাখার জন্য ব্যবস্থা করতেন। এটাকে শিলালিপি বলা হয় অর্থাৎ পাথরে খোদিত লেখনকে শিলালিপি বলে। মোগল সাম্রাজ্য ধরা হয় খ্রিস্টীয় ১৬ শতক থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের শাসকগণ শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করার একটি প্রচলন শুরু করেন। আরবি এবং ফারসি ভাষায় এই শিলালিপিগুলো লেখা হতো। কোনো সম্রাট মারা গেলে তাঁর উত্তরপ্রজন্ম সম্রাটের সমাধি তৈরি করে সেখানে ফারসি ভাষায় শিলালিপি লাগিয়ে দিত। যে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হতো তাঁদের শৌর্যবীর্যের ইতিহাস এবং তাঁদের মৃত্যুর পরের কিছু কথা। অত্র প্রবন্ধে শাসকশ্রেণীর সমাধিসমূহ থেকে প্রাপ্ত শিলালিপির উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

শিলালিপি

প্রাচীন রাজাগণ তাঁদের শাসনকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তামা, লোহা, রুপা, ব্রোঞ্জ, পাথর বা মাটির ফলকে লিখে রাখতেন, এগুলো 'শিলালিপি' নামে পরিচিত। একটি শিলালিপি এমন একটি লেখাকে বোঝায় যা একটি পাথরের উপর, ভবনের মাথার প্রান্তে লেখা হয় অথবা এটি বিশেষ কাপড়ের কোণে যেমন পর্দা, টেবিলক্লথ, পতাকা বা বইয়ের পাতায় লেখা থাকে (দেহখোদা ২৫১) । এগুলো থেকে রাজার নাম, বংশপরিচয়, সময়কাল, সাম্রাজ্য বিস্তার, ধর্মবিশ্বাস, প্রশাসন, ব্যক্তিগত গুণাবলি ও অন্যান্য বিষয়াবলি সম্পর্কে জানা যায়। আবার তৎকালীন সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কেও শিলালিপি থেকে তথ্য জানা যায় (তাবিরিযি ৩৪২)।

ফারসি শিলালিপি

ভারতে প্রাপ্ত ফারসি ভাষায় প্রাচীনতম শিলালিপির ইতিহাস হিজরির ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর। ভারতবর্ষে প্রাচীনতম শিলালিপির মধ্যে প্রথম, দিল্লির কাবা-ই-ইসলাম মসজিদের গাত্রে খোদিত শিলালিপি (হেকমাত ২৩)। দ্বিতীয়, 'বাদাউন'-এ শেখ আহমদ খানদানের কবরের দেওয়ালের গাত্রে খোদিত শিলালিপি (রেজাউদ্দিন ৬৩)। হিজরি সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে যেসব পাথরের শিলালিপি পাওয়া যায় সেগুলো সবই ফারসি এবং আরবি শিলালিপি।

নকশে পারসি বার আহজারে হিন্দ গ্রন্থ অনুসারে, ভারতে ফারসি কিউনিফর্মে মাত্র ৬টি শিলালিপি অবশিষ্ট রয়েছে। যেগুলো ভারতের বড় শহর মাদ্রাজের গির্জার অন্তর্গত। যা নেস্টোরিয়ানদের জন্য নির্ধারিত এবং গির্জার পাথরের ক্রসগুলোর চারপাশে ফারসিয়ে পাহলাভি ভাষায় লেখা রয়েছে। বিভিন্ন গির্জায় এই শিলালিপিগুলোর পাশে লেখা বাক্যাংশগুলোর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই এবং প্রতিটিতে বারোটি শব্দ রয়েছে। অনেক ফারসি পাথরের শিলালিপি রয়েছে, যার মধ্যে ৮০ টি বিভিন্ন প্রজ্ঞামূলক বাক্য দ্বারা লিখিত। সেগুলো এখনও প্রায় অক্ষত রয়েছে। তবে নরম পাললিক শিলাগুলোর উপর যে লেখাগুলো ছিলো তা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে (হেকমাত ২৩)। ভারতের প্রাচীনতম ফারসি শিলালিপি দিল্লির কুবা-উল-ইসলাম মসজিদে অবস্থিত। এই শিলালিপিটি ৫৮৭ হিজরি মোতাবেক ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল এবং একই বছর কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লি জয় করেছিলেন (হেকমাত ২৩)।

* সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোগল সাম্রাজ্য

মোগল সাম্রাজ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সাম্রাজ্য। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্য পশ্চিমে সিন্ধু অববাহিকার বাইরের প্রান্ত, উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান এবং উত্তরে কাশ্মীর, পূর্বে বর্তমান আসাম ও বাংলাদেশের উচ্চভূমি এবং দক্ষিণ ভারতের দাক্ষান মালভূমির উপভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুঘল সাম্রাজ্য মূলত পারস্য ও মধ্য এশিয়ার ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদির বিরুদ্ধে বাবরের জয়ের মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। মোগল সম্রাটরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্কো-মঙ্গোল বংশোদ্ভূত। তাঁরা চাঘতাই খান ও তৈমুরের মাধ্যমে চেঙ্গিস খানের বংশধর। ১৫৫৬ সালে আকবরের ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্রুপদী যুগ শুরু হয়। আকবর ও তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। আকবর অনেক হিন্দু রাজপুত রাজ্যের সাথে মিত্রতা করেন। কিছু রাজপুত রাজ্য উত্তর পশ্চিম ভারতে মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে। কিন্তু আকবর তাদের বশীভূত করতে সক্ষম হন। মোগল সম্রাটরা মুসলিম ছিলেন। তবে জীবনের শেষের দিকে শুধুমাত্র সম্রাট আকবর ও তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর নতুন ধর্ম দীন-ই-ইলাহির অনুসরণ করতেন (ইবনে হুমাম ৩০৪)। মোগল সম্রাজ্যের কাঠামো, বাবরের নাতি আকবরের শাসনের তারিখ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ ধরা হয়। এই সাম্রাজিক কাঠামো ১৭২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয় । মোগল রাজত্বকালে সর্বোচ্চ ভৌগলিক ব্যাপ্তি অর্জন করে । পরবর্তীতে তা হ্রাস পায় (সিনহা ৩২১)।

মোগল রাজা বাদশা বলতে সম্রাট বাবর থেকে সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ পর্যন্ত মোট উনিশজন সম্রাট। তাঁদের শাসনকাল ১৫৫৬-১৮৫৭ খ্রিস্ট্রব্দ পর্যন্ত মোট ৩০১ বছর (আহমাদ ২৭) । এ সময়ের মধ্যে তাঁরা ভারত উপমহাদেশ শাসন করে। তাঁদের অনেকে নামে মাত্র শাসক ছিলেন। তাঁদের কোন শৌর্যবীর্য ছিল না। তাঁরা তাঁদের শাসনকালে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করেছিলেন। যেখানে ফারসি শিলালিপি ব্যবহার হয়েছে। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে কেবল তাঁদের কবরে ব্যবহৃত শিলালিপি সম্পর্কে পরিব্যপ্ত থাকবে। মৃত্যুর পর তাঁদের উত্তরসূরীগণ তাঁদের কবরে যে ফারসি শিলালিপি ব্যবহার করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস থাকবে।

মোগল সম্রাট জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের সমাধি

জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ছিলেন মধ্য এশিয়ার একজন বিখ্যাত মুসলিম সম্রাট এবং মোগল সাম্রাজের প্রতিষ্ঠাতা (বাদাউনি ৩৪৩)। তিনি সাধারণত বাবর নামেই অধিক পরিচিত। ১৪৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি বর্তমান উজবেকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩০ সালের ২৬ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তৈমুর লং এর ৬ষ্ঠ বংশধর ছিলেন। তৈমুরীয় আমির মিরন শাহের মাধ্যমে বাবরের বংশধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন (নাইনি ৬৮)। তিনি মির্জা ওমর সাঈদ বেগের (ওমর শেখ মির্জা) পুত্র ও তৈমুরী শাসক সুলতান মোহাম্মদের প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর লোদি রাজবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। পানিপথের যুদ্ধে তিনিই প্রথম কামানের ব্যবহার করেন এবং তাঁর প্রখর রণকৌশলের কাছে হার মানেন ইব্রাহিম লোদি (আকবরি ২৮)।

১৫৩০ মতান্তরে ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি বাবরের মৃত্যু হলে সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন। বাবরের প্রথম কবর দেয়া হয়েছিল ভারতেই। তবে পরবর্তীকালে বাবরের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী আফগানিস্তানের আরামবাগ নামক স্থানের চারবাগে (চারবাগ অর্থ চারটা বাগ বা বাগান। বাবর এক খণ্ড ভূমি চার ভাগে ভাগ করে এই বাগ তৈরি করেছিলেন বলে একে চারবাগ বলে।) স্থানান্তরিত করা হয়। বাবরের তৈরি প্রচুর বাগান থাকার কারণে জায়গাটাকে কাবুল বলা হতো। ৯ বছর পর বাবরের ছেলে হুমায়ুন শের শাহ সুরির কাছে পরাজয়ের পর

বাবরের স্ত্রী বাবরের দেহাবশেষ আফগানিস্তানের কাবুলে তাঁর আরেক সৃষ্টি 'বাগ-ই-বাবুরে'-এ স্থানান্তর করেন। তিনি ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল কাবুলের যে ৯ বা ১০ টি অনিন্দ্য সুন্দর বাগান করেছিলেন সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হোক। তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণেই তাঁর স্ত্রী ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা থেকে সমাধি সড়িয়ে কাবুলে নিয়ে আসেন (ফেরেস্তে ৩৭২)। তিনি কাবুলের রুক্ষ্ম, শুষ্ক ভূমিতে বাগান করেছিলেন। নানাবিধ গাছ ও ফুল ফোটানোর পরিবেশ তৈরি করেছিলেন।

এখানেই শায়িত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর।

ফারসি ভাষায় সম্রাট বাবরের সমাধির উপর নিচের বাক্যটি লিখা আছে-

باشد این تختگاه فرخنده
تکیه گاه خدایگان کریم

এ হাস্যোজ্জল সিংহাসনে হয়েছে
আল্লাহর নেক বান্দার আরাম করার স্থান।

সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি

নাসিরুদ্দিন হুমায়ুন (১৫০৮-১৫৫৬) ছিলেন ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাট (Gulbadan Begum *260*)। সম্রাট জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আফগান নেতা শেরশাহের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট শোচনীয়তাভাবে পরাজিত হন। কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হুমায়ুন পারস্যের শাসক শাহ তাহমাসাপের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পারস্যের শাসকের সহায়তায় মোগল সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন (বেগম ৩০৬)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে

পরে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন (আল্লামি ৪)। নিঃসন্দেহে হুমায়ুন ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক।

তাঁকে দাফন করা হয় নিজামুদ্দিন এলাকায় এবং দিল্লি শহরের কেন্দ্রস্থলে। হুমায়ুনের সমাধি ভারতীয় উপমহাদেশে নির্মিত প্রথম ইরানি বাগান। কথিত আছে যে, তিনি নামাজের আযান শুনে দ্রুততার সাথে নামতে গিয়ে লাইব্রেরির সিঁড়ি থেকে পড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (হাকিম জেজাই ৩৪)। তিনি শিল্প ও বিজ্ঞান পছন্দ করতেন। তাঁর লাইব্রেরিতে তিনি বিপুল সংখ্যক ইরানি এবং ভারতীয় চিত্রশিল্পী, ক্যালিগ্রাফার এবং লেখকদের একত্রিত করেছিলেন যারা বৈজ্ঞানিক কাজ এবং চমৎকার শৈল্পিক অনুলিপি তৈরি ও পুনরুদ্ধারে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতে ফিরে তিনি একদল ইরানি শিল্পীকে সঙ্গে নেন। হুমায়ুনের সমাধি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় নিবন্ধিত।

এখানেই চির নিদ্রায় শায়িত ২য় মুঘল সম্রাট হুমায়ুন।

তাঁর সমাধিতে ফারসি ভাষায় যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ -

همیشه تاکه بنای فلک بود بادا
بنای دولت عمر توازخلل خالی

যতদিন এ আকাশছোঁয়া অট্টালিকা অবশিষ্ট থাকবে
তোমার জীবনের ভিত্তি সমস্যামুক্ত থাকবে।

সম্রাট আকবরের সমাধি

সম্রাট আকবর ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা (*Eraly 215*)। যুদ্ধক্ষেত্র, সমরনীতি, কূটনীতি ও প্রশাসন সকল ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মোগলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ইতিহাসে তাই তিনি *Akbar the Great* নামে পরিচিত। সম্রাট হুমায়ুন শেরশাহ এর নিকট পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়ে স্ত্রী হামিদা বানুকে নিয়ে পারস্য অভিমুখে যাত্রাকালে রাজস্থানের অমরকোটে ১৫৪২ সালে ২৩ নভেম্বর আকবর জন্মলাভ করেন। জন্মের পর হুমায়ুন শিশুপুত্রের নামকরন করেন জালালউদ্দিন। প্রথমে কয়েকবছর আকবর তাঁর চাচা হিন্দাল, শামছুদ্দিন খান ও মাহমের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। হুমায়ুন তাঁর পুত্রের প্রথাগত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। আকবর খুব অল্প বয়সেই মল্লযুদ্ধ, অশ্বচালনা, তীরন্দাজ ইত্যাদি যুদ্ধকৌশল সহজেই রপ্ত করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর প্রাক্কালে আকবর

পাঞ্জাবে বৈরামখানের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করছিলেন। বৈরাম খান এখানেই আকবরকে পরবর্তী মোগল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তাঁর রাজ্য অভিষেকের ব্যবস্থা করেন। ১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর উপাধি নিয়ে মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন (Lal 67)। বিশ্বস্ত বৈরাম খান আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট আকবর বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে রাজ্যশাসন করেন। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে বৈরাম খাঁকে সরিয়ে আকবর নিজে সকল ক্ষমতা দখল করেন (Sengupta 186–187)। আকবর ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার চালিয়ে যান। ১৬০৫ সাল তথা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন ও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

সম্রাট আকবরের সমাধি

তাঁর স্ত্রী নাম হামিদাবানু। যিনি ইরানি স্থাপত্যের সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইরানি সমাধি এবং চাহারবাগ বা প্যারাডাইস গার্ডেনের পরিবেশ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে হুমায়ুনের মৃত্যুর এক বছর পরে ১৫৬২ সালে হুমায়ুনের সমাধির কাজ শুরু করেন এবং প্রায় আট বছর পর তা নির্মাণ সমাপ্ত হয় (হেকমাত ৩৪)। এ সমাধিতে লেখা বাক্যগুলো নিম্নরূপ -

مرحبا خرم فضایی بهتر از باغ بهشت
مرحبا عالی بنایی برتر از عرش برین
کلک معمار قضا بنوشته بر درگاه او
هذه جنّات عدن فادخلوها خالدین (88 হেকমাত)

মারহাবা আনন্দময়, বেহেশতের বাগানের চেয়েও উত্তম স্থান।
এই উচ্চ সিংহাসনের মহান ভবনে স্বাগতম ।

ভাগ্যের মহান কারিগর তার দরজায় লিখেছেন
এগুলো স্থায়ী স্বর্গ, এতে যারা প্রবেশ করবে তারা চিরন্তন।

জাহাঙ্গীরের সমাধি

নুরুদ্দীন মুহাম্মদ সেলিম বা জাহাঙ্গীর (১৫৬৯ -১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের চতুর্থ সম্রাট (*Sarkar 156–57*)। রাজকুমার সেলিম ৩৬ বছর বয়সে তাঁর বাবার মৃত্যুর ৮ দিন পর ৩০ নভেম্বর ১৬০৫ সালে ক্ষমতায় এসে নিজেকে নুরুদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী উপাধিতে ভূষিত করেন। এখান থেকেই তাঁর ২২ বছরের রাজত্বের শুরু হয়। ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কিন্তু মহব্বত খান ও পারভেজের নিকট পরাজিত হন (*Ahmed 144*)। মূলত সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে মহব্বত খান বিদ্রোহ করেন এবং সম্রাটকে কাবুল যাওয়ার পথে বন্দি করেন। নুরজাহানের বুদ্ধিমত্তায় সম্রাট মুক্তি লাভ করেন এবং মহব্বত খান দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন (Rogers 254-55)। ১৬৩৭ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে রাভী নদীর তীরে স্রমাট জাহাঙ্গীরের সমাধি তৈরি করা হয়।

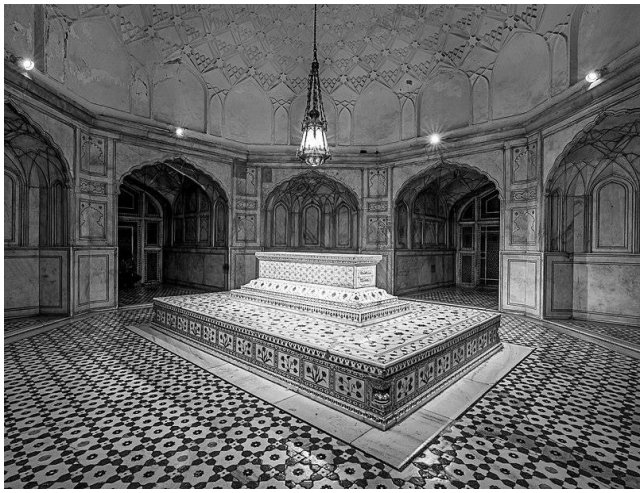

সম্রাট জাহাঙ্গিরের সমাধি।

تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را
آه گر من باز بینم روی یار خویش را

অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত আমি আমার স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দেব।
হায়, যদি আমি আমার বন্ধুর মুখ আবার দেখতে পেতাম।

নুরজাহানের সমাধি

নুরজাহানের প্রকৃত নাম মেহের-উন-নিসা। তিনি ছিলেন ইরানের ইস্পাহান হতে আগত ভাগ্য অন্বেষণকারী মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা। নুরজাহান ছিলেন অপূর্ব রূপসী ও বহুবিদ গুণের অধিকারী। যুবরাজ সেলিম নুরজাহান দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের নির্দেশে পারসিক যুবক আলীকুলি খানের সাথে নুরজাহানের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আলীকুলী খানকে বাংলার বর্ধমানে জায়গীর প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক সামরিক অভিযানে মৃত্যুবরণ করেন (আমিরদাদ ১৪)। অতঃপর, ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহের-উন-নিসাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর উপাধি দেন 'নুর মহল' (প্রাসাদের আলো) ও পরে নুরজাহান (পৃথিবীর আলো)। সম্রাটের রাজকার্যে নুরজাহানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাঁর ভ্রাতা আসফ খান ও পিতা মীর্জা গিয়াস বেগ রাজদরবারে উচ্চ পদে আসীন হন। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে নুরজাহান মৃত্যুবরণ করেন। নুরজাহান ছিলেন মোগল যুগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের রমনী। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা, উচ্চাকাঙ্খা, নানাবিধ গুণের উপস্থিতি তাঁকে সম্রাটের নিকট অত্যন্ত প্রিয়ভাজন করে তুলেছিল। তাই সম্রাটের রাজনৈতিক জীবনে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সম্রাট নিজেই কাব্য করে বলতেন, "I have sold my kingdom to my beloved queen for a cup of wine and a dish of soup".

নুরজাহানের সমাধি

নুরজাহানের সমাধিতে নিম্নের ফারসি চরণ দু'টি লিপিবদ্ধ আছে :

چینن خوش منظری عالی مقامی
بدین عالم ندیده چشم ایام
پی تاریخ اتمامش خرد را
چو پرسیدم بگفتا یافت اتمام

মহান এ সৌন্দর্যময় দৃশ্য এমনই যে, এমনতর দৃশ্য পৃথিবীতে দেখেনি কোনো কালে চোখ,
আমি তাকে এর সমাপ্তির তারিখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, এবং তিনি বললেন যে এটি শেষ হয়েছে।

শাহজাহানের সমাধি

শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ খুররাম শাহ জাহান (১৫৯২- ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ) মোগল সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। তিনি ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করেছেন। শাহজাহান নামটি এসেছে ফারসি ভাষা থেকে যার অর্থ 'পৃথিবীর রাজা'। তিনি ছিলেন বাবর, হুমায়ুন, আকবর, এবং জাহাঙ্গীরের পরে পঞ্চম মোগল সম্রাট। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং তাঁর হিন্দু রাজপুত স্ত্রী তাজ বিবি বিলকিস মাকানির সন্তান। সিংহাসন আরোহনের পূর্ব পর্যন্ত শাহাজাদা খুররাম নামে পরিচিত ছিলেন। ১৬২৭ সালে পিতা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন (Sharma 45)। তাঁর শাসনামলে মুঘলরা স্থাপত্য এবং সাংস্কৃতিক গৌরবের শিখরে পৌঁছেছিল। দাদা আকবরের মতো তিনিও তাঁর সাম্রাজ্য প্রসারিত করতে আগ্রহী ছিলেন। ১৬৫৮ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করেন এবং বন্দী অবস্থায় ১৬৬৬ সালে আগ্রা দূর্গে তাঁর মৃত্যু হয় (হাবিবুল্লাহ ২)।

তাজমহল ভারতের উত্তর প্রদেশে আগ্রায় অবস্থিত একটি রাজকীয় সমাধি। মোগল সম্রাট শাহজাহান তাঁর স্ত্রী আরজুমান্দ বানু বেগম যিনি মমতাজ মহল নামে পরিচিত, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এই অপূর্ব সৌধটি নির্মাণ করেন। সৌধটির নির্মাণ শুরু হয়েছিল ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। যা সম্পূর্ণ হয়েছিল প্রায় ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে। তাজমহলের নির্মাণ কাজ শেষ হতে না হতেই শাহজাহান তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেব দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত ও আগ্রার কেল্লায় গৃহবন্দি হন। কথিত আছে, জীবনের বাকি সময়টুকু শাহজাহান আগ্রার কেল্লার জানালা দিয়ে তাজমহলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই কাটিয়েছিলেন। শাহজাহানের মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁকে তাজমহলে তাঁর স্ত্রীর পাশে সমাহিত করেন।

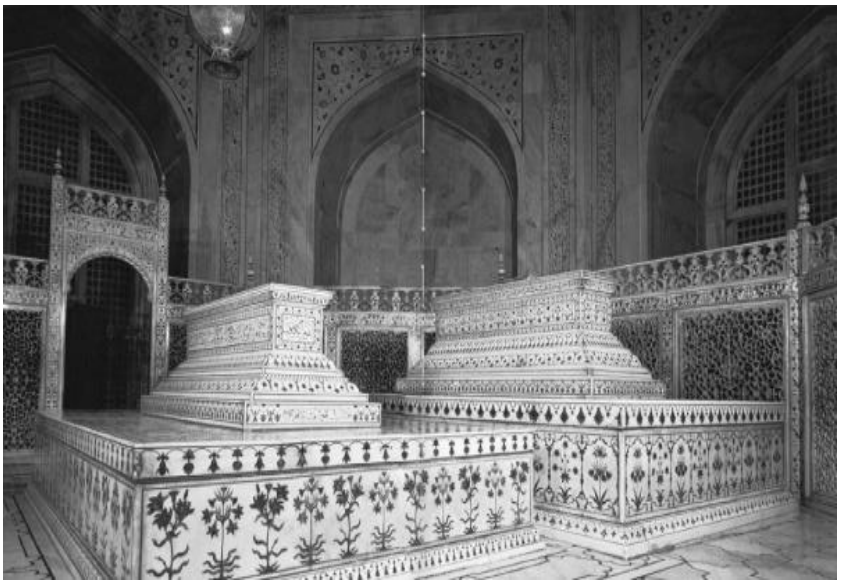

শাহজাহানের সমাধি

তাজমহলের সমাধির ভিতরে (ইউনেস্কোর নতুন সাতটি আশ্চর্য) মার্বেল এবং কোরআনের আয়াত দ্বারা সজ্জিত দুটি সমাধি পাথর রয়েছে এবং প্রথমটিতে ফারসি লিপিতে লেখা রয়েছে :

مرقد منور ارجمندبانو بیگم مخاطب بممتاز محل متوفی سنه...

আরজামান্দবানু বেগমের কবর, যাকে মমতাজ মহল বলে ডাকা হয়, তাঁর মৃত্যুর তারিখ.. ।
তাজমহলের মূল ভবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অংশ ছাড়াও আশেপাশের ভবনে, প্রবেশপথের খিলান ও উল্লেখিত মসজিদের গাত্রে কোরআনের বহু আয়াত ও ফারসি লেখা উৎকীর্ণ রয়েছে। যা প্রতিটি দর্শকের চোখকে মুগ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ, মূল ভবনের চার পাশে কোরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়াও শাহজাহান ও তাঁর স্ত্রী মমতাজের সমাধির পাথরে এই কবিতাটি খোদাই করা আছে :

پادشاهی که تیغ او سازد
چون دو پیکر سر عدو بدونیم (হেকমাত ৫৬)

যে রাজা এটি তৈরি করেছে
যখন আমরা জানি শত্রুর মাথায় দুটি লাশ আকৃতি।

অন্যত্র লেখা আছে-

بغیر سبزه نپوشد کسی مزار مرا
که قبرپوش غریبان همین گیاه بس است

সবুজ কিছু ছাড়া কেউ যেন আমার কবর ঢেকে না দেয়
কেননা সবুজ আবরণ নিঃস্ব ব্যক্তির কবর ঢেকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আওরঙ্গজেবের সমাধিসৌধ

আওরঙ্গজেব ছয়জন মহান মোগল সম্রাটের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন (*Encyclopædia Britannica 341*)। শেখ জইনুদ্দিনের দরগার একটি অনির্ধারিত স্থানে আওরঙ্গজেবকে সমাহিত করা হয়। আওরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন ষষ্ঠ মোগল সম্রাট (*Chandra 50*)। ১৭০৭ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতক বছর ধরে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ স্থান জুড়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি ১৭০৭ সালে আহমেদ নগরে মৃত্যুবরণ করেন (হেকমাত ৬৭)। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী 'আধ্যাত্মিক গুরু' শেখ জইনুদ্দিনের দরগাহের নিকট তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর প্রপিতামহ সম্রাট আকবর ৫০ বছর দিল্লী শাসন করেছিলেন। তাঁর পুত্র আজম শাহ্ এবং কন্যা জিনাত-উন-নিসার আগমনের পরে তাঁর মরাদেহ খুলাদাবাদে নিয়ে আসা হয়। সেখানে লাল পাথরে তৈরি সমাধির উপরে তিন গজ দীর্ঘের একটি উঁচু সমতল স্থান এবং মাঝ বরাবর কয়েকটি আঙ্গুল আকৃতির একটি গর্ত রয়েছে। সমাধিটির মাটিতে তৃণলতা বেড়ে উঠেছে। সমাধিস্থ করার পরে তাঁকে খুলদ-মাকান (অনন্তকালের আবাস) উপাধি দেয়া হয় (হেকমাত ৬৭)। বলা হয়ে থাকে যে, আওরঙ্গজেব তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে টুপি সেলাই করে অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই অর্থ থেকে নিজের সমাধির জন্য

মূল্য পরিশোধ করেন। এতে খরচ হয় মাত্র ১৪ রুপী ১২ আনা। আওরঙ্গজেব তাঁর সমাধিস্থলকে জাঁকজমক পূর্ণ করার বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সমাধিস্থলকে খুবই সাধারণভাবে তৈরি করা হয়।

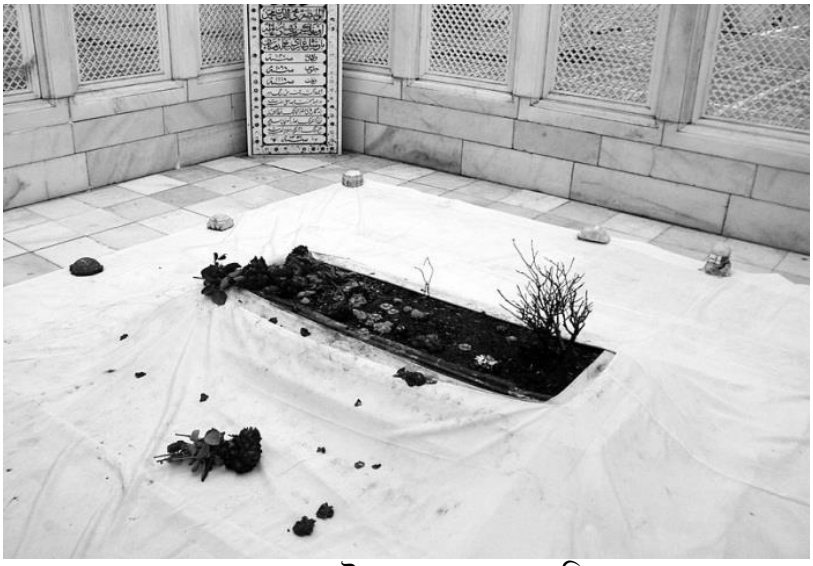

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমাধি।

উত্তরের বেদির শিলালিপিতে নিম্নরূপ লেখা আছে:

«بمصاحفه آسمانیان مائل، یالآلی متلائی است بانعام زمینیان نازل و حوض که همه از آب زندگانی پر بصفار شک نور و چشمه خور... » (হেকমাত ৪০)

"আকাশের সহিফা অনুসারে, পৃথিবীর মানুষ ঝুঁকছে পৃথিবীর দিকে যার সবই জীবনের জলে ভরা, যা আলকিত বিষয়ে সন্দেহ তৈরি করে এবং দৃষ্টিহরণ করে ... "

আগ্রা লাল কেল্লা

তাজমহল গম্বুজ থেকে এটি এক কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত। এটি ১৫ হেক্টরের বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে। যা দীর্ঘদিন ধরে সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের শাসন এলাকা হিসাবে পরিচিত। এখানে অনেক ফারসি শিলালিপি দেখা যায়। রাজদরবার বা বিশেষ আদালতের যে কোনো একটি দেয়ালে একটি দীর্ঘ কবিতা খোদাই করা আছে। যাতে ভবনের ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে ।

از این دلگشا قصر عالی بنا
سر اکبر آباد شد عرش سا
بود گنگرش از جبین سپهر

نمایان چو دندان سین سپهر
بر احوال مردم چنان سر حساب
که داندچه بیننندشبها بخواب
در ایوان شاهی بصد احتشام
چو خورشید بر چرخ بادا مدام (হেকমাত ৪১)

এ হৃদয়গ্রাহী সুউচু প্রাসাদ
আকবরের শির আরশসম উচ্চতায়।
মানুষের অবস্থার ব্যাপারে মাথায় হিসাব
সে তার রাতের স্বপ্নসমক অবগত।
শাহী দারমন্ডপের শতধাপে
সূর্য যেন অবিরত প্রদক্ষিণ করে চলে ।

দিল্লির লাল কেল্লা

দিল্লির লাল কেল্লার আয়তন প্রায় বিশ হেক্টর। এর দুটি উত্তর ও দক্ষিণ বেদি রয়েছে। এই দুটি বেদিতে সাদা মার্বেলের উপর নাস্তালিক লিপিতে এবং সোনার জল দিয়ে সুন্দরভাবে লেখা আছে:

«سبحان الله این چه منزلهاست – رنگین و نشیمنهاست – دلنشین قطعهٔ بهشت برین چون گویم که قدسیان همت بلند به تماشایش آرزومند... » (হেকমাত ৩২)

"আল্লাহ পুতপবিত্র মহিমা হোক, কতই নাহ সুন্দর ঘরগুলো -রঙিন ও আরামদায়ক - স্বর্গের একটি মনোরম অংশে যান কারণ আমি বলি যে পবিত্র লোকেরা এটি দেখতে চায় ..."

এই দুটি শ্লোক দিল্লির লাল কেল্লার কপালে লেখা রয়েছে :

طاقی که از رواق نهـم چـرخ برتر است/ روشن ز سایه اش رخ تابنده اختر است
این طاق، زیب نه فلک و هفت کشور است / از روضــه ی منــوره ی شــاه اکبــر است

তার খিলানটি নভোমন্ডলের আবর্তের চেয়ে উচ্চতর / তার ছায়া থেকে উজ্জ্বলতা হল তারার উজ্জ্বলতা, এ যেন নয়টি মহাদেশের মণি সম্রাট আকবরের কবরের জ্যোতি।

ফতেহপুর সিক্রি

সম্রাট আকবর রাজত্বের প্রথম আঠারো বছরে এই ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। আগ্রা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং প্রাথমিকভাবে এটিকে তার রাজধানী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। রাজপ্রাসাদের কক্ষগুলোর ওপরে সোনালি জলে চারটি পদ লেখা আছে, যার একটি নিম্নরূপ।

چون ملک هر که کند سجده خاک در تو
شود از خاصیت خاک درت زهره جبین
فرش ایوان ترا آینه سازد رضوان
خاک درگاه ترا سرمه کند حورالعین (হেকমাত ৪৪)

কারণ যে তোমাকে সেজদা করবে পৃথিবী
পৃথিবীর সম্পদ আয়নায় পরিণত হবে
তোমার বারান্দার কার্পেট আয়নায় পরিণত হবে
তোমার দরজার মাটি লাল হয়ে যাবে।

বাহাদুর শাহ দ্বিতীয়

তিনি 'বাহাদুর শাহ ফিরৌজ' এবং "আবুল মুজাফ্ফর সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ জাফর" নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতের গুরকান রাজবংশের শেষ মোগল সম্রাট। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় আকবর শাহের পুত্র। তিনি ভারতের শেষ মুসলিম রাজা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সমাধি।

বাহাদুর শাহ সাহিত্য ও ক্যালিগ্রাফিতে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং গজল আকারে উর্দু ও ফারসি ভাষায় কবিতা লিখেছেন। ব্রিটেন সরকার তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের বাকি সদস্যদের গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করে। অবশেষে তাঁকে দিল্লি থেকে নির্বাসিত করে বার্মার ইয়াঙ্গুনে নির্বাসিত করে। তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। তাঁর কবরে নিম্নোক্ত উর্দু কবিতাটি লেখা আছে-

لگتا نہیں ہے دل مرا اجڑے دیار میں
کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں
ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں
اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں
کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں
یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں
بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلہ

قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں
کتنا ہے بد نصیب ظفرؔ دفن کے لیے
دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں (হেকমাত ৪৬)

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় এই মোগল সম্রাটদের কবরে খোদাই করা এ সকল শিলালিপি প্রমাণ করে এদেশে ফারসি ভাষা কতটা গভীরে প্রবেশ করেছিল। ঐ সকল শিলালিপি ইতিহাসের অংশ হয়ে গিয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে একদিকে যেমন মোগল সম্রাটদের শৌর্যবীর্যের ইতিহাস জানা যায়, অন্যদিকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান লাভ হয়।

তথ্যসূত্র

দেহখোদা, আলি আকবার। *লোগাতনামা দেহখোদা*। ১১ খন্ড, তেহরান: মাজলিসে শুরায়ে ইলমি, ১৩৫৯।

তাবরিযি, মুহাম্মদ তাকি জা'ফরি। *ফারহাঙ্গে জামে নাবিন*। ১ম খন্ড, তেহরান: এন্তেশারাতে ইসলাম, ১৩৭১।

মুহাম্মদ রেজাউদ্দিন। *কানযুত তাওয়ারিখ*। তেহরান: কিতাবখানায়ে ইবনে সিনা, তা.বি ।

হেকমাত, আলি আসগার। *নাকশে ফারসি বার আহজারে হিন্দ*। তেহরান: কিতাবখানায়ে ইবনে সিনা, ১৩৩৭ ।

সিনহা, গোপাল চন্দ্র। *ভারতবর্ষের ইতিহাস* । কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশাস , ১৯৯৭।

নিযামুদ্দিন আহমাদ। *তাবাকাতে আকবরি*। ২য় খন্ড, কলকাতা: ১৯৩১।

বাদাউনি, আব্দুল কাদের বিন মালিকশাহ। *মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ*। প্রথম খন্ড, কলকাতা: ১৮৬৮।

জালাল নাইনি। *হিন্দ দার এক নিগাহ*। তেহরান: এন্তেশারাতে শিরাজ, ১৩৭৫।

Chandra, Satish. Parties and politics at the Mughal Court. Oxford University Press. 2002 .

Sunita Sharma . *Veil, Sceptre and Quill.* Profiles of Eminent Women, 16th–18th Centuries, 2004.

Jadunath Sarkar: Mughal Administration. M. C. Sarkar, 1952.

Nizamuddin Ahmed: Tabaqat-i-Akbar, 1990.

Subhadra Sengupta. *Akbar's magnificent city on a hill.* New Delhi: Israni, Prakash. Fatehpur Sikri, Niyogi Books, 2013.

Lal, Kishori Saran. *Theory and Practice of Muslim State in India. Prakashan: Aditya Prakashan,1999.*
Abraham Eraly: The Mughal Throne: The Saga of India's Great Emperors, Phoenix, 2004.

Encyclopædia Britannica. Akbar (Mughal emperor), Retrieved 18 January, 2013

Alexander Rogers, (translated into English) *Tuzuk-i-Jahangiri*, Vol. I, New Delhi: first published 1909-1914, New Delhi Reprint, 1978.

Gulbadan Begum: *The History of Humāyūn (Humāyūn-nāmah) Royal Asiatic Society,* 1902.

گل بدن بیگم. همایون نامه، متن همراه با ترجمه بوریج، لندن ،1902

عللمی، ابوالفضل بن مبارک. اکبرنامه، کلکته ۱۸۷۷

حکیم زجاجی. همایون نامه تاریخ منظوم ، تهران: مجلد یکم تهران، قطع وزیری

قاسم بن غلامعلی فرشته. تاریخ فرشته، ج ۱.

هفته نامه امرداد. شنبه ۱۴ بهمن ، سال سیزدهم، شماره ۲۹۰، ۱۳۹۱

حبیب‌الله فضایلی. *اطلس خط*. اصفهان: انتشارات مشعل اصفهان، چاپ دوم، ۱۳۶۲